চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা ও দামুড়হুদায় বিএনপির দুই শীর্ষ নেতা বহিষ্কার

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এর দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ ও দলীয় স্বার্থবিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকার অভিযোগে চুয়াডাঙ্গা জেলার দুইজন গুরুত্বপূর্ণ নেতাকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে। গতকাল বুধবার চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির প্যাডে জেলা সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের যৌথ স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই সিদ্ধান্ত জানানো হয়।

বহিষ্কৃত দুজন নেতা হলেন আলমডাঙ্গা পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান ওল্টু ও দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির।

বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের শৃঙ্খলা ভঙ্গ এবং বিভিন্ন দলীয় কর্মকাণ্ড বিরোধী কার্যকলাপে জড়িত থাকার অপরাধে জেলা বিএনপির সিদ্ধান্ত মোতাবেক এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ১৮ মার্চ ২০২৬, সোমবার থেকে উল্লিখিত দুই নেতাকে তাদের স্ব-স্ব দলীয় পদসহ দলের সকল পর্যায়ের পদ থেকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তির সত্যতা নিশ্চিত করে জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক শফিকুল ইসলাম পিটু বলেন, দল থেকে তাদেরকে বার বার সতর্ক করার পরেও তারা দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেছে। যার ফলশ্রুতীতে এই আদেশ এসেছে।

দামুড়হুদায় ওরা বন্ধু সংঘ’র উদ্যোগে শীতবস্ত্র উপহার

কম্বল বিতরণ

“হাসবো মোরা প্রাণ খুলে, থাকবো বেঁচে সবাই মিলে”- এই শ্লোগানে দামুড়হুদার ওরা বন্ধু সংঘ’র উদ্যোগে শীতবস্ত্র উপহার কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। একই সাথে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বন্ধু সংঘ’র পূর্ব ঘোষিত ৪ দিনব্যাপী শীতবস্ত্র উপহার বিতরণের কর্মসূচীর সমাপনী করা হয়।

সাংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এর আগে ১১ দামুড়হুদা সদর ও হাওলি ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের বিধবা, এতিম, অসহায় ও দিনমজুর পরিবারের মাঝে শীতবস্ত্র উপহার বিতরণের মাধ্যমে তার দিন পারু কর্মসূচি সুবোধ পালন করা হয়েছিলেন।

এরই ধারাবাহিকতায় গতকাল বিকাল সাড়ে ৩ টায় উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের হুদাপাড়া সীমান্তবর্তী গ্রামে সংগঠনের ও প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মুরশেদ বীন ফয়সাল (তানজির)- এর সভাপতিত্বে এলাকার বিধবা, ভিক্ষুক, অসহায় দিনমজুর পরিবারের মাঝে শীতবস্ত্র উপহার বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন,বিশিষ্ট সমাজ সেবক দেশ ব্রিকস এর স্বত্বাধিকারী হাজী মো:আব্দুল কাদির।শীত বস্ত্র বিতরণের মহতী উদ্যোগ কারো কারো জীবনে বড় কষ্ট দূর করতে পারেন উল্লেখ করে শীতবস্তুফার বিতরণের পূর্বে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য তিনি বলেন, শীত মৌসুমের কনকনে শীতে তাদের অসহায়ত্ব আমাদের বিবেককে নাড়া দেয়। আমাদের প্রত্যেকের সামর্থ্য অনুযায়ী এমন মহৎ উদ্যোগ বাস্তবায়নে সংগঠন কিংবা ব্যক্তির পাশে থাকা আমাদের নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ব।

তিনি আরও বলেন, আজকের এই আয়োজনে সংগঠনের বন্ধু হয়েছেন যারা তাদের সকলের ব্যক্তিগতভাবে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সর্বোপরি সংগঠনটির এমন প্রচেষ্টা আর্ত মানবতার সেবায় অবদান রাখবেন বলে বিশ্বাস করি।

ওরা বন্ধু সংঘ’র সমাজ কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক, প্রেসক্লাবের সহ-সভাপতি মিরাজুল ইসলাম মিরাজ এর সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন,ইঞ্জিনিয়ার আক্তারুল ইসলাম ইউপি সদস্য নূর মোহাম্মদ,সংগঠনের সহ-সভাপতি আসলাম মিয়া প্রমুখ।

অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ইঞ্জিনিয়ার সাজু আহমেদ, সাব্বির হোসেন, শেখ হাতেম, জহুরুল ইসলাম, সজল আহমেদ সহ উপস্থিত উপকারভোগী নারী-পুরুষ।

এমন সকল মানবিক কর্মসূচি বাস্তবায়নে সমাজের সচ্ছল, ধনী ব্যক্তিদের পাশে দাঁড়ানোর উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি মুরশেদ বিন ফয়সাল (তানজির) বলেন, শীত মৌসুমে বাংলাদেশে শৈত্য প্রবাহ ও সংশ্লিষ্ট কারণে প্রতিবছর প্রায় ২’শ ৮১ জন মানুষের মৃত্যু হয়।

আমাদের দেশে তাই তিন কোটিরও বেশি মানুষ মানবতার জীবন যাপন করে আসছেন শীতবস্ত্রের অভাবে, যদিও আমাদের মৌলিক চাহিদাগুলোর মধ্যে বস্ত্র অন্যতম। তিনি আরো বলেন, বিভিন্ন অনিয়ম-দুর্নীতি আর অর্থ পাচারের মাধ্যমে লুটেরা ধনিক শ্রেণীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেলেও অসচ্ছল নিম্নবিত্ত পরিবারগুলো পূর্বের ন্যায় একই রয়ে গেছেন। অপ্রিয় হলেও সত্য যে,৭১,৯০ ও ২৪ বারবার মানুষের স্বপ্ন,আশা কিংবা আকাঙ্ক্ষা ধুলিস্যাৎ হয়েছে।কাজেই সমাজের মানুষ হিসেবে আমাদের দায়বদ্ধতা থেকেই”ওরা বন্ধু সংঘ”সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য শীতবস্ত্র উপহার তুলে দিচ্ছেন।

দামুড়হুদায় ❝ওরা বন্ধু সংঘ❞ উদ্যোগে শীতবস্ত্র কম্বল বিতরণ

❝হাসবো মোরা প্রাণ খুলে,থাকবো বেঁচে সবাই মিলে❞ এই স্লোগানে ❝ওরা বন্ধু সংঘ❞ দামুড়হুদার উদ্যোগে বিধবা, অসহায়, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে শীতবস্ত্র উপহার (কম্বল) বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল রোববার বিকেল ৪ টার সময় উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের পীরপুরকুল্লা গ্রামে এই শীতবস্ত্র কম্বল বিতরণ করা হয়।

সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, মুরশেদ বীন ফয়সাল (তানজির)-এর

সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন,দেশ ব্রিক্সের স্বত্বাধিকারী বিশিষ্ট সমাজসেবক, হাজী. আব্দুল কাদির।

সংগঠনের সমাজ কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক মিরাজুল ইসলাম মিরাজের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ইঞ্জিনিয়ার আক্তারুল ইসলাম। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উজ্জল হোসেন সুমন, জহুরুল ইসলাম সহ উপকারভোগীগণ।

প্রধান অতিথি “ওরা বন্ধু সংঘ” দামুড়হুদার বন্ধু হতে পেরে আনন্দিত উল্লেখ করে তিনি বলেন, সহমর্মিতা আর মানবিকতা দিয়েই একটি সুন্দর সমাজ গঠন করা সম্ভব। এমন মানবিক কর্মসূচির আওতায় সমাজের প্রকৃত সুবিধাবঞ্চিত মানুষ যেন কোনভাবেই উপেক্ষিত না থাকে-এ লক্ষ্যেই সংগঠনটি প্রত্যন্ত এলাকায় সরাসরি উপকারভোগীদের খোঁজ নিয়ে সহায়তা প্রদান করেন। কাজেই সংগঠনের সকল কার্যক্রম জনকল্যাণমূলক, যা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

সাংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মুরশেদ বীন ফয়সাল (তানজির) বলেন, সমাজের পিছিয়ে পড়া অসহায় মানুষের কল্যাণে পাশে দাঁড়ানো আমাদের নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ব। আজকের এই উদ্যোগ কেবলি একটি বস্ত্র বিতরনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এটি মানুষের প্রতি আমাদের ভালোবাসা আর সহমর্মিতার বহি:প্রকাশ। সর্বোপরি তিনি উপস্থিত উপকার ভোগিদের কাছে সংগঠনসহ যে সকল গুটিকয়েক মানুষের সহযোগিতায় সংগঠনটি এ ধরনের জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেণনা পেয়েছেন তাদের জন্য দোয়া ও সুস্থতা কামনা করেন।

প্রসঙ্গত: “ওরা বন্ধু সংঘ” দামুড়হুদায় ২০০৩ সালের ১২ই মার্চ যাত্রা শুরু করেন। প্রথম থেকে বিভিন্ন খেলাধুলার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও। পরবর্তীতে সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে সংগঠনের সিদ্ধান্ত নেয়,খেলাধুলার সাথে সাথে সমাজের মানুষের নানা উন্নয়নে কাজের।

মূলত:সে থেকেই সমাজের অসহায়, বিধবা, প্রতিবন্ধী, এতিম, দিনমজুর সহ নিম্নবিত্ত পরিবারের একটু উপকৃত তথা কল্যাণে কাজ করে আসছেন। সংগঠনের মানবিক বিভিন্ন কার্যক্রমের জন্য দামুড়হুদায় একটি বিশ্বস্ত ও পরিচিতি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন হিসেবে ইতোমধ্যেই পরিচিতি লাভ করেছেন। কাজেই মানবসেবাকে কেন্দ্র করে ভবিষ্যতেও এই ধরনের কার্যক্রম আরো জোরদার করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন সংশ্লিষ্ট সকলেই।

দামুড়হুদায় মানবসেবা স্বেচ্ছায় রক্তদান সংগঠনের সৌজন্য সাক্ষাৎ

দামুড়হুদার নবাগত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও ওসি’ কে ফুলেল শুভেচছা জানিয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন মানবসেবা স্বেচ্ছায় রক্তদান সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। গতকাল মঙ্গলবার বেলা ১১টায় সংগঠনটির পক্ষ থেকে নবযোগদানকৃত তিন কর্মকর্তার সাথে পৃথক সৌজন্য পরবর্তী মতবিনিময় সভা করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, মানবসেবা স্বেচ্ছায় রক্তদান সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আব্দুর রহিম, দামুড়হুদা উপজেলা শাখার সভাপতি এনামুল হক, সাধারণ সম্পাদক মো জাহিদুল ইসলাম, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন শাখার সভাপতি আবু তালহা, হাউলী ইউনিয়ন শাখার সভাপতি সাংবাদিক মো জহিরুল ইসলাম, আব্দুল ওদুদ শাহ্ ডিগ্রি কলেজ শাখার সভাপতি আকাশ, সাধারণ সম্পাদক সজিবসহ সুমন, রাসেল, শাহিন, সাইফুল প্রমুখ।

উল্লেখ্য, স্বেচ্ছাসেবী এই সংগঠনটি দীর্ঘদিন যাবত স্বেচ্ছায় রক্তদান, শীতাত মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ, মেধাবী শিক্ষার্থীদের আর্থিক অনুদানসহ বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। উপজেলা জুড়ে বেশ প্রশংসিত এই সংগঠনটি।

দামুড়হুদায় মহান বিজয় দিবস

উদযাপন

দামুড়হুদায় মহান বিজয় দিবস ২০২৫ উদযাপন উপলক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, বর্ণাঢ্য কুচকাওয়াজ, ডিসপ্লে প্রদর্শন ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে যথাযোগ্য মর্যাদা ও উৎসবমুখর পরিবেশে দিনব্যাপী নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দিবসটি উদযাপন করা হয়। বিভিন্ন দপ্তর, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক সংগঠনের অংশগ্রহণে এসব কর্মসূচি পালিত হয়।

মঙ্গলবার ভোরে ৩১ বার তোপধ্বনির মাধ্যমে দিবসটির শুভ সূচনা করা হয়। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে উপজেলা পরিষদ চত্বর, মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতিসৌধ, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি দপ্তর, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়।

সকাল ৮টায় উপজেলার নাটুদাহ আটকবর স্মৃতিসৌধে প্রতিবারের মতো এবারও গভীর শ্রদ্ধায় পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। সকাল ৯টায় উপজেলার মিনি স্টেডিয়াম মাঠে জাতীয় সংগীতের তালে তালে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং শান্তির প্রতীক কবুতর অবমুক্ত করা হয়। এরপর পুলিশ, আনসার ও ভিডিপি, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী, বিএনসিসি, গার্লস গাইড, স্কাউটস এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও ক্লাবের অংশগ্রহণে বিজয় দিবসের কুচকাওয়াজ ও ডিসপ্লে প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।

বেলা সাড়ে ১১টা থেকে সাড়ে ১২টা পর্যন্ত উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ পরিবার ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের সংবর্ধনা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, বিজয়ের তাৎপর্য এবং স্বাধীনতার চেতনা নতুন প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

দুপুর ১টায় মিনি স্টেডিয়ামে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে বাদ জোহর নামাজের পর বিজয় দিবস উপলক্ষে শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনায় বিভিন্ন মসজিদ, মন্দির, গির্জা ও অন্যান্য উপাসনালয়ে বিশেষ দোয়া মাহফিল, প্রার্থনা ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।
বেলা ৩টায় উপজেলা পরিষদ চত্বরে তিনদিনব্যাপী আড়ম্বরপূর্ণ বিজয়

মেলার (চারু কারু ও স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত শিল্পপণ্য) উদ্বোধন করা হয়। এদিন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণে রচনা, চিত্রাঙ্কন ও কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে।

বিকাল সাড়ে ৪টায় উপজেলা পরিষদ চত্বরে মুক্তমঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এতে দেশাত্মবোধক গান, নৃত্য ও কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে বিজয়ের আনন্দ প্রকাশ করা হয়। সন্ধ্যায় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

এছাড়াও উপজেলা পর্যায়ের সকল সরকারি দপ্তর, হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হয়।

দিনব্যাপী এসব কর্মসূচিতে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উবাইদুর রহমান সাহেলের সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) কে. এইচ. তাসফিকুর রহমান, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেসবাহ উদ্দিন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মশিউর রহমান, উপজেলা কৃষি অফিসার শারমিন আক্তার, উপজেলা বিএনপির সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির, সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু, উপজেলা সমবায় অফিসার হারুন অর রশিদ, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা হোসনে জাহান, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি শামসুজ্জোহা পলাশ, সাধারণ সম্পাদক তানজির ফয়সাল, দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি ইকরামুল হক পিপুলসহ উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, বীর মুক্তিযোদ্ধা, সাংবাদিক, শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং সর্বস্তরের জনগণ।

উল্লেখ্য, ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর দীর্ঘ ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর বাংলাদেশ চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে। মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারী শহীদদের গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে দামুড়হুদা উপজেলায় প্রতি বছরই বিজয় দিবস উদযাপন করা হয়ে থাকে।

দামুড়হুদায় দায়সারা গোছের প্রাণীসম্পদ মেলার উদ্বোধন

দামুড়হুদায় দায়সারা গোছের জাতীয় প্রাণীসম্পদ মেলার উদ্বোধন করা হয়েছে। “দেশীয় জাত, আধুনিক প্রযুক্তি প্রাণিসম্পদ হবে উন্নতি” এই প্রতিপাদ্য সামনে রেখে দামুড়হুদায় জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ ও প্রদর্শনী মেলা দায়সারা ভাবে উদ্বোধন করা হয়। মেলার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উদ্যোক্তা ও খামারিদের উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করা হলেও, উপজেলার বড় বড় খামারিদের কেউই মেলা সম্পর্কে অবগত নন।

উদ্বোধনী র্যালীতে অংশ নেন আয়োজক কমিটিসহ সরকারি কয়েকজন কর্মকর্তা। সেখানে খামারী ও উদ্যোক্তাদের উপস্থিতি চোখে পড়েনি। মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও আয়োজনে হ-য-ব-র-ল পরিস্থিতি দেখে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন খামারী, উদ্যোক্তা ও সচেতন মহল। এছাড়াও মেলার স্টলগুলো ফাঁকা পড়ে থাকতে দেখা গেছে। গুটি কয়েকটি স্টলে রুগ্ন পশু-পাখি প্রদর্শন করা হয়, যা নিয়েও অতিথিদের মুখে নানা সমালোচনা শোনা গেছে।

গতকাল বুধবার সকাল ১১টায় প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল দামুড়হুদার বাস্তবায়নে এবং প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় উপজেলা পরিষদ চত্বরে প্রাণিসম্পদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তিথি মিত্রের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্রের উপপরিচালক ডা. আ. হা. ম. শামীমুজ্জামান। তিনি বলেন, প্রাণিসম্পদ দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। পুষ্টি ও দরিদ্র বিমোচনে এবং গ্রামীণ জীবিকায় এ খাতটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

দামুড়হুদা উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা হারুনুর রশিদের সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা নীলিমা আক্তার হ্যাপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) কে এইচ তাসফিকুর রহমান, উপজেলা স্বাস্থ্য ও প.প.

কর্মকর্তা ডা. মশিউর রহমান। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিআরডিবি কর্মকর্তা লুৎফর নাহার, সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা ফারুক মহালদার, আইসিটি কর্মকর্তা আরিফুল ইসলাম প্রমুখ।

উপজেলা পরিষদ চত্বরে প্রদর্শনী দেখতে আসা অনেকেই বলেন, সত্যিকার অর্থে প্রাণিসম্পদ খাতকে উন্নত করতে হলে তৃণমূল পর্যায়ের খামারিদের যথাযথ মূল্যায়ন করা উচিত। তাদের অভিযোগ বছরে এক-দুই দিন মেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে হবে না; প্রকৃত ও সক্রিয় খামারিদের মূল্যায়ন করা হয় না।

কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের এক ভেড়া খামারী জানান, ৮/১০ বছর ধরে তিনি ভেড়া পালন করছেন এবং তার খামারে প্রায় ৫০টি ভেড়া রয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত তিনি সরকারি প্রাণিসম্পদের কোনো সেবা পাননি। পিপিআরসহ নানা রোগের টিকার জন্য নিজ খরচে বাইরে থেকে সংগ্রহ করতে হয়। তিনি আক্ষেপ করে বলেন, “সরকারি কোনো সেবা পেলাম না, মেলা হলেও জানতে পারি না।”

হাউলী ইউনিয়নের ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালনকারী এক নারী খামারী বলেন, তিনি প্রায় ৩০ বছর ধরে ছাগল পালন করছেন। বর্তমানে তার বাড়িতে ২৮টি ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল আছে। কিন্তু কেউ কখনো খোঁজ নেয়নি। তিনি বলেন, “প্রাণিসম্পদ কী—তারা কী করে, আমি জানি না। ছাগলের পিপিআর টিকাও আমাকে নিজের টাকা দিয়ে সংগ্রহ করতে হয়।”

দামুড়হুদা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মুরশেদ বিন ফয়সাল বলেন, সরকার প্রতিটি খাতকে উন্নত করতে প্রচারণা ও সমন্বিত উদ্যোগের প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখজনকভাবে এ মেলা সম্পর্কে স্থানীয় গণমাধ্যমকর্মীদেরও জানানো হয়নি। তিনি বলেন, “সরকারের উদ্দেশ্য প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনীর মাধ্যমে মানুষকে উন্নত জাতের পশুপাখি লালন-পালনে উদ্বুদ্ধ করা। কিন্তু দামুড়হুদায় তার ঠিক উল্টোটা দেখা গেছে।”

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তিথি মিত্র বলেন, “আমাকে শুধু অনুষ্ঠানের সভাপতি করা হয়েছে। এর বাইরে আর কিছু আমার জানা নেই।”

দামুড়হুদায় বিনামূল্যে সরকারি বীজ ও সার বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন

দামুড়হুদায় ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে রবি মৌসুমে গম, সরিষা, শীতকালীন পেঁয়াজ ও ডালজাতীয় ফসল (মসুর) উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে।

“কৃষিই সমৃদ্ধি” এই স্লোগানকে সামনে রেখে গতকাল মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে ৩টার সময় দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি অধিদপ্তরের আয়োজনে উপজেলা চত্বরে অফিসের সামনে এ বীজ ও সার বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়।

উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে, এবার উপজেলার ৮টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভার মোট ৬৯০ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষককে ১ বিঘা জমির জন্য বীজ ও সার প্রদান করা হবে। কৃষক প্রতি মিনি প্যাকের ঝামেলা ও ওজন কমের বিড়ম্বনা এড়াতে অনুমোদিত তালিকাভুক্ত প্রতি ৫ (পাঁচ) জন কৃষকের একটি গ্রুপ করে বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

প্রতি গ্রুপে থাকছে গম চাষের জন্য: ১০০ কেজি গম বীজ, ৫০ কেজি ডিএপি ও ৫০ কেজি এমওপি সার, সরিষা চাষের জন্য: ৫ কেজি সরিষা বীজ, ৫০ কেজি ডিএপি ও ৫০ কেজি এমওপি সার, শীতকালীন পেঁয়াজ চাষের জন্য: ৫ কেজি পেঁয়াজ বীজ, ৫০ কেজি ডিএপি ও ৫০ কেজি এমওপি সার, মসুর ডাল চাষের জন্য: ১০ জনের একটি গ্রুপে ৫০ কেজি মসুর বীজ, ১০০ কেজি ডিএপি ও ৫০ কেজি এমওপি সার বিতরণ করা হবে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তিথি মিত্র, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শারমিন আক্তার, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা আল সাবাহ্, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল করিম বিশ্বাস, উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা এবং আগত উপকারভোগী ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকগণ।

দামুড়হুদায় জামায়াতে যোগদানের মিথ্যা সংবাদের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

দামুড়হুদায় বিএনপি’র ৯১ জন কর্মী সমর্থক জামায়াতে যোগদানের মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ ও মিথ্যাচারের প্রতিবাদে দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপি’র সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় দামুড়হুদা প্রেসক্লাবে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন, দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু।

লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, গত শুক্রবার কিছু অনলাইন ও পরদিন শনিবার স্থানীয় গণমাধ্যমে “চুয়াডাঙ্গার কাদিপুর গ্রামে বিএনপি নেতা নজির আহমেদ ও নূর ইসলামের নেতৃত্বে ৯১ জনের জামায়াতে যোগদান” শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত সংবাদটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, বানোয়াট, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও রাজনৈতিকভাবে প্রণোদিত বিভ্রান্তিকর প্রচারণার বিরুদ্ধে দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপি’র সংবাদ সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়।

লিখিত বক্তব্যে তিনি আরো বলেন, উল্লেখিত ব্যক্তিরা প্রকৃতপক্ষে জামায়েতের নেতা, কর্মী ও সমর্থক এবং তাদেরকে দিয়েই একটা যোগদান নাটক মঞ্চস্থ করা হয়েছে যা অত্যন্ত দুঃখজনক। এর মধ্যে বিএনপি’র ৯ জনের নাম ব্যবহার করা হযেছে। তারা দীর্ঘদিন ধরে বিএনপি’র সক্রিয় সদস্য এবং দলের বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামোতেও তারা দায়িত্বশীল ভূমিকায় রয়েছে। দলীয় নীতি ও আদর্শের সঙ্গে তারা সঙ্গতিপূর্ণ বা সক্রিয় রয়েছেন। বিএনপি’র তারা কেউই ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না।

দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে জাতীয়তাবাদী আদর্শ, গণতন্ত্র ও জনগণের ভোটাধিকার পুনরুদ্ধারের আন্দোলন থেকে কোনো প্রকৃত নেতা-কর্মী বিচ্যুত হতে পারেন না। তবে যদি কেউ মনে করেন আমি আমার নীতি বা আদর্শ পরিবর্তন করব তাহলে তিনি করতে পারেন,

কোন বাধা নেই। ৮/১০ জন জামায়াতের লোক দিয়ে একটা যোগদান নাটক মঞ্চস্ত করিয়ে বিএনপি ও নির্দলীয় সাধারণ মানুষের নাম ব্যবহার করে মিথ্যাচার করা হয়েছে। এ ধরনের মিথ্যা প্রচারণার মাধ্যমে জামায়াতের প্রত্যক্ষ সহায়তায় বিএনপিকে বিভ্রান্ত ও দুর্বল করার চেষ্টা করছে যা আমরা দৃঢ়ভাবে প্রতিবাদ ও প্রত্যাখ্যান করছি।

আমরা সাংবাদিক ভাইদের কাছে বিনীত অনুরোধ করছি, যাচাই-বাছাই ছাড়া কোনো প্রকার বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচার না করার জন্য।

এছাড়া, উপজেলা বিএনপি স্পষ্টভাবে জানাচ্ছে, দামুড়হুদা উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলেও বিএনপি’র সাংগঠনিক কার্যক্রম এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী ও গতিশীল। জনগণ আজ পরিবর্তনের জন্য ঐক্যবদ্ধ। আমরা বিশ্বাস করি, সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ। বিভিন্ন অনলাইন ও পত্রিকায় যাদের নাম প্রকাশ করা হয়েছিল তাদের একজন বাদে সবাই উপস্থিত ছিলেন এবং তারা দাবি করেন তারা বিএনপি’র রাজনীতির সাথে জড়িত এবং তারা কেউই বিএনপি থেকে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করে নাই।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির, সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুল ওয়াহেদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মন্টু মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রফেসার আবুল হাসেম, হাউলী ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি ইউসুফ আলী, সাধারণ সম্পাদক নাফিজ আক্তার সিদ্দিকী, সহ-সভাপতি মহিউদ্দিন, যুগ্ম সম্পাদক কামরুজ্জামান, সাংগঠনিক সম্পাদক মালেক রুস্তম সহ উপজেলা ও ইউনিয়ন বিএনপি’র বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রকাশিত সংবাদে বিএনপি’র যে ৯জন নেতা-কর্মীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে ৮জন সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন এবং অসুস্থতার জন্য ১ জন উপস্থিত হতে পারেননি। উপস্থিত ৮ জন হলেন সোহরাব হোসেন, মমিন, খাজা, বাদশা, বখতিয়ার, মাহাতাব, কদর ও আশা মিয়া।

সংবাদ সম্মেলনে এ ৮ জনের সকলে বলেন, আমরা সারা জীবন বিএনপি করে আসছি এখনো বিএনপিতেই আছি। আমরা কেউ জামায়াতে যোগদান করিনি। জামায়াত আমাদের জড়িয়ে মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ করেছে।

দামুড়হুদায় রিভন এগ্রো’র কম্পোস্ট প্ল্যান্টের উদ্বোধন

নিরাপদ মাংস ও দুগ্ধজাত পণ্যের বাজার উন্নয়ন শীর্ষক ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্পের আওতায় দামুড়হুদা জয়রামপুর রিভন এগ্রো’র কম্পোস্ট প্ল্যান্টের উদ্বোধন করেন ওয়েভ ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক মহসিন আলী। গতকাল শনিবার বিকাল ৩ টার দিকে পিকেএসএফ এর আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় জয়রামপুর শেখ পাড়ায় রিভন এগ্রো’র কম্পোস্ট প্ল্যান্টের শুভ উদ্বোধন হয়।

রিভন এগ্রো’র কম্পোস্ট প্ল্যান্টের স্বত্বাধিকারী আনোয়ারুল হক এর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, হাউলী ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দীন, ওয়েভ ফাউন্ডেশন পরিষদের সদস্য শামীম আরা প্রভাতী, ওয়েভ ফাউন্ডেশন এর প্রশাসন ও মানবসম্পদ বিভাগের পরিচালক ইফতেখার হোসেন, ওয়েভ ফাউন্ডেশন এর এডভাইজার আহমেদ বোরহান, ওয়েভ ফাউন্ডেশন এর আরএমটিপি’র প্রকল্পের ব্যবস্থাপক ডা. এ এস এম শহীদ, ওয়েভ ফাউন্ডেশনের সিনিয়র সমন্বয়কারী কামরুজ্জামান।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা ভার্মি কম্পোটস এর মালিক ইরফান বিশ্বাস, তৌফিক এগ্রো সাপোর্ট এর মালিক তৌফিক ইসলাম , রিভন এগ্রো’র কম্পোস্ট প্ল্যান্টের স্বত্বাধিকারী মালিক মনিরুজ্জামান, সাজেদুর রহমানসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

উদ্যেক্তারা বলেন, আমরা ওয়েভ ফাউন্ডেশনের পরামর্শে জৈব সার তৈরীর কারখানা দিয়েছি। জৈব সার তৈরি করছি, বিভিন্ন জায়গা থেকে অর্ডার আসছে জৈব সার ক্রয় করার জন্য। আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি রাসায়নিক সারের পরিবর্তে জৈব সার ব্যবহার করার জন্য কৃষকদের হাতে পৌঁছে দেবো জৈব সার। এতে একদিকে জমি বাঁচবে অন্য দিকে ফলন বাড়বে। অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত সঞ্চালনায় ছিলেন, মোহাম্মদ আশরাফুল হক ভ্যালু চেইন ফ্যাসিলিটেটর।

দামুড়হুদায় বিএনপি কর্মীকে কুপিয়ে জখম, থানায় মামলা

দামুড়হুদা উপজেলার তারিনীপুর গ্রামে রাতের আঁধারে বিএনপি কর্মী সাজিদুল ইসলাম নামের একজনকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে জখম করেছে একদল সন্ত্রাসী। আহত সাজেদুল ইসলাম (৪৫) তারিনীপুর গ্রামের মৃত মোলাম মালিথার ছেলে।

গত মঙ্গলবার রাত আনুমানিক ১০টার দিকে কাঠালতলা নিউ শেখ ইটভাটার অফিসে এ ঘটনা ঘটে। আহত সাজিদুল ইসলামের ভাতিজা তুতা মিয়া বাদি হয়ে ৩ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত ১০/১২ জনের নামে দামুড়হুদা মডেল থানায় মামলা দায়ের করেন।

জানা যায়, দামুড়হুদা উপজেলার তারিনীপুর গ্রামের মৃত মোলাম মালিথার ছেলে সাজিদুল ইসলাম বাড়ি যাওয়ার সময় ইট ভাটার নিকট পৌয়াছালে পূর্বে থেকে ওত পেতে থাকা একই গ্রামের রশিদুল ইসলাম (৩৫), আনিছুর রহমান (৩০), আশিক (২৫) সহ অজ্ঞাতনামা ১০-১২ জন মিলে পরিকল্পিতভাবে দেশীয় অস্ত্র হাসুয়া ও লাঠি বাঠাম দিয়ে এলোপাতাড়ি ভাবে কুপাতে ও মারতে থাকে। এ সময় সাজিদুল ইসলাম রক্তাক্ত জখম অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়লে তার কাছে থাকা ২২ হাজার ২ শত টাকা ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়। পরে তার ডাক চিৎকারে স্থানীয় এলাকাবাসী এসে তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ভর্তি করেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, হামলাকারীরা একসময় আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিল। এখন জামায়াতে ইসলামীর নাম ব্যবহার করে এলাকায় সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালাচ্ছে। তারা বলেন, এসব সন্ত্রাসীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।

এদিকে ঘটনার পর পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গেলে, সেখানে সাংবাদিকের ওপর হামলা চালায় হামলাকারী দলের মহিলা সদস্যরা। স্থানীয়দের অভিযোগ, সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে প্রশাসনের কঠোর অবস্থান না নিলে এমন হামলা আরো বাড়বে। এ ঘটনায় দামুড়হুদা মডেল থানায় একটি মামলা দায়ের হয়েছে।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি হুমায়ুন কবির সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন মারামারির ঘটনায় একটি লিখিত অভিযোগ পাওয়া গেছে। মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অভিযুক্তদের শনাক্ত করে দ্রুত আইনের আওতায় আনা হবে।